শুধুমাত্র পাটলিপুত্রে নয়, এই অনুশাসন যেন পাটলিপুত্রের পার্শ্ববর্তী প্রদেশে এবং রাজধানী পরিবৃত জঙ্গলপ্রদেশেও করা হয়। এই অভিলে সঙ্ঘাতের প্রচেষ্টা না করার কথাও লেখা আ

অশোকের সারনাথ গৌণ স্তম্ভ অনুশাসন থেকে বোঝা যায় যাতে সঠিকভাবে সমস্ত দি মানুষের কাছে এই অনুশাসন পৌঁছে যায় সেদি অশোক অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। এই অভিলেখের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য এটিই।

এখানে ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ জেমস প্রিন্সেপ? অস্কার? ...... ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে অশোকের একটি স্তম্ভ আবিষ্কার করেন। তিনি অশোক স্তম্ভের সিংহচতুর্মুখ স্তম্ভশীর্ষটি আবিষ্কার করেন যেটিতে চারটি এশীয় সিংহ পরস্পরের দিকে পিঠ রেখে চারদিকে মুখ করে বসে আছে। এই স্তম্ভটি ২.১৫ মিটার উঁচু। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারী থেকে এই ভাস্কর্যের রৈখিক প্রতিরূপ ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লিপি: আদি ব্রাহ্মী।

ভাষা: অশোক অভিলেখের প্রাচ্য প্রাকৃত ভাষা।

কাল: এই অনুশাসন অশোকের অভিষেকের পর ঠিক কোন বছরে প্রচারিত হয় সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অশোকের সময়কাল ২৭৩ - ২৩২ খ্রিঃ পূঃ। ঐতিহাসিক সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এক বছরের বেশি সময় কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি প্রথম গৌণ স্তম্ভলেখ প্রকাশ করেন। খ্রিঃ পূঃ ২৫০ অব্দে তিনি সম্ভবত ধর্মযাত্রা দিয়ে তাঁর ধর্মযাত্রা আরম্ভ করেন।

বিষয়বস্তু: অভিলেখের প্রথম লাইন তিনটি অস্পষ্ট হলেও পাটলিপুত্রের নামটি নিশ্চিত ভাবে অনুমান করা যায়। অভিলেখের শেষের দুই লাইন থেকে বোঝা যায়, যাতে রাজাজ্ঞার সুপ্রচার হয় তার ...

রুদ্রদামার অভিষেকের আগে এই সেতুর সংস্কার বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছিল বলে কাজ শুরু হতে বিলম্ব হয়। সেতুর কার্যটির বিশালতা, কাজ করার বিলম্ব ও কাজ শেষ করার অনতিবিলম্ব এই সব কিছুর বিচার করে মনে হয় ১৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে কাজ শেষ হবার পর প্রশস্তিটি লেখা হয়েছিল।

<u>বিষয়বস্তু</u>: সুদর্শন হ্রদের ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত সেতু অর্থাৎ বাঁধের পুনর্নির্মাণ এই প্রশস্তির মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। মহাক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদামার শাসনকালে ৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টিপাতে সুদর্শন হ্রদের বাঁধটি ভেঙে যায়। এই বাঁধটি যথেষ্ট প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বৈশ্য পুষ্যগুপ্তকে দিয়ে এটি নির্মাণ করেছিলেন মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। পরে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময় যবনরাজ তুষাস্ফের তত্ত্বাবধানে এই বাঁধের অঙ্গে প্রণালী যুক্ত করা হয়। রুদ্রদামার সময় ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত এই বাঁধের জীর্ণোদ্ধার সম্পন্ন হবার পর প্রশস্তির বর্ণনা অনুযায়ী এটি অতি চমৎকার অবস্থায় বর্তমান ছিল। এই অভিলেখে রুদ্রদামার বংশাবলী, আকৃতি-প্রকৃতি, দিগ্বিজয়, সুশাসনকার্য ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

অশোকের গিরনার শিলালেখ

প্রাপ্তিস্থান: সম্রাট অশোকের এই শিলালিপিটি গুজরাটের জুনাগড় জেলায় জুনাগড় নগর থেকে মাইলখানেক পূর্বে গির্নার পর্বতে একটি বড় কালো আগ্নেয় পাথরের গায়ে খোদিত রয়েছে। এটি অশোকের ১৪ টি মুখ্য শিলানুশাসনের মধ্যে প্রথম।

গুজরাটে আবিষ্কৃত অশোকের অভিলেখগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এই অভিলেখটি ১৮-২২ সালে জেমস টড প্রথম নজরে আনেন এবং ১৮-৩৭ সালে এটি নকল করে পাঠানো হয় জেমস প্রিন্সেপের কাছে। তিনি এটির পাঠ উদ্ধার করেন।

লিপি: এটি আদি ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা।

ভাষা: অভিলেখটি অশোকীয় প্রাচ্য প্রাকৃত ভাষায় লেখা।

কাল: ২৫৭-২৫৬ খ্রি. পূ. অব্দ।

বিষয়বস্তু: অভিলেখে অশোক জানিয়েছেন, তাঁর সমগ্র রাজ্যে কোন জীব হত্যা করা যাবে না এবং যজ্ঞে উৎসর্গ করা যাবে না। যেহেতু সমাজ বহু লোকের উদ্বেগ ঘটায় তাই রাজ্যে সমাজ (মেলা, উৎসব) নিষিদ্ধ করেছেন রাজা অশোক।

আরও একরকম সমাজের কথা উল্লিখিত হয়েছে ধর্মশাস্ত্র-অর্থশাস্ত্রে। সেখানে বলা ...

Scanned with CamScan

পাঁচ শত অভিনেতার দল ছয়মাসে বা বছরে রাজগৃহে রাজার আহ্বানে নাটক পরিবেশন করত সাতদিন ধরে এই নাটক চলত এবং কুশীলবেরা উপহার পেত। এখানে একবার একটি মেয়ে অনুভূমিক ভাবে টাঙানো তারের উপর হেঁটে চলা, নাচ-গান করছিলো। ধর্মনিষ্ঠ অশোকের মতে এই ধরনের অসংযত রমণীয় ক্রিয়াকর্মগুলি হল সমাজের অনিষ্টজনক।

অশোক সামগ্রিক বৈদিক ধর্মবিশ্বাসের বিরোধিতা করেছেন, যা বৌদ্ধ এবং জৈনরাও করেছিলেন। এক্ষেত্রে এমন ধারণা করা উচিত নয় যে অশোক তাঁর শিলালিপিগুলিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন। তিনি সাধারণ কিছু নৈতিক [illegible] প্রতি তাঁর প্রজাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যেগুলি ধর্মের সারাংশ।

Scanned with CamScanner

রুদ্রদামার জুনাগড় শিলালেখ

প্রাপ্তিস্থান: রাজকোটের জুনাগড় নগর থেকে মাইল খানেক পূর্বে গিরনার পাহাড়। তার পশ্চিম পাশের গায়ে চূড়ার প্রায় কাছাকাছি এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ রয়েছে।

লিপি: দক্ষিণভারতীয় ব্রাহ্মী।

ভাষা: সংস্কৃত। কুড়িটি পংক্তিতে উৎকীর্ণ এই অভিলেখের প্রথম ষোলোটি পংক্তি পর্বতগাত্রের ক্ষয়বশতঃ আংশিক ভাবে পড়া যায়। শেষ চার টি পংক্তি অবশ্য সুরক্ষিত।

কাল: এই অভিলেখ অনুযায়ী সুদর্শন হ্রদের সেতু ৭২ শকাব্দের মার্গশীর্ষ মাসে (নভেম্বর) বিদীর্ণ হয়। ৭২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫০ খ্রিষ্টাব্দ। সেতুর পুনর্নির্মাণ করতে খুব বেশি সময় লাগেনি এমন - টাই বলা হয়েছে। সেতু ধ্বংস হবার পরে

Scanned with CamScanner